রাধা-কৃষ্ণলীলা

রাধা-কৃষ্ণপ্রেম অলৌকিক। আত্মরাজ্যে ভগবানের রাজ্যেই এইরূপ প্রেম ও লীলা সম্ভবপর, যে প্রেমে জাতি কুল আত্মীয়তা সবই নিরর্থক হইয়া যায়। সচ্চিদানন্দের পরব্রহ্ম পরমাত্মার আনন্দস্বরূপই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলকে সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও শক্তির দ্বারা চিরদিন আকর্ষণ করিতেছেন। সেই রসঘন স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার।

''এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং''

দেবকীর কারারুদ্ধ কক্ষে বাসুদেবের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ হইতে অন্তর্লীন হওয়া অবধি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণলীলা অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্য ও তর্কবহির্ভূত। শিশু অবস্থায় তাড়কাবধ, শিশুপাল ও কংস বধ, অঘাসুর, তৃণাসুর ও বকাসুর বধ, বস্ত্রহরণ, খাণ্ডবদহন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সারথ্য ও উপদেশ দান — সবই যেমন অলৌকিক, সেইরূপ রাসলীলা, রাধা-কৃষ্ণলীলা — সবই অপূর্ব্ব, অস্বাভাবিক, অলৌকিক। এই প্রেমরস আস্বাদনে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শৃঙ্গারাদি রস আস্বাদনে বিভোর ছিলেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও প্রথিত গোস্বামীগণ অপূর্ব্ব ভাবরসে মাতোয়ারা হইয়া বহু কবিতা ও কাব্যলীলা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাত্র সপ্তম হইতে নবম বর্ষ বয়সে মানবশরীরে প্রেম ও শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসলীলা কিরূপে সম্ভবপর এবং সেখানে লৌকিক কামের স্থান কোথায়, তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। এই লীলা দেহ ও বস্তু লইয়া নহে। ইহা আত্মার সঙ্গে আত্মার লীলা, জীবের সঙ্গে জীবজীবনের, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা। দেহাশ্রিত হইয়াই এই অব্যক্ত লীলা। এই রস-প্রেমাস্বাদে মাধুর্য্যের বহির্বক্তা মহাপ্রভু কখনও কাঙ্গাল্যভাব, কখনও রাধাভাব, কখনও প্রভু, স্বামী ও বন্ধুভাব ধারণ করেছেন। তা ছাড়া রাধা-কৃষ্ণলীলা একেরই দ্বিধা অভিব্যক্ত করিয়া হইয়াছে।

''দর্পনাদ্যে দেখি নিজ স্বরূপ মাধুরী
আস্বাদিতে সাধ হয় আস্বাদিতে নারি।
বিচার করিনু তারে আস্বাদ উপায়,
রাধা তনু ধরিবারে মোর সাধ হয়।''

তিনি নিজেই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পুনঃ নিজেকে নিজের মধ্যে আনিয়া এক হইতেছেন। রসস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে নিজের আত্মপরম আপনজ্ঞানে এক হইয়া নিজেই নিজের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। তাই রাসলীলায় এই কৃষ্ণ গোপীমণ্ডলে প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক হইয়া লীলা করিয়াছেন। শ্রীরাধাই বহুবিগ্রহ গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ বহুবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। এই রাসলীলায় অনেকত্ব মধ্যেই পূর্ণ মিলনের একত্ব সূচিত হইয়াছে। দেহজ্ঞান নাই, আত্মীয়তাজ্ঞান নাই, কুল-মান-শীল-পদমর্য্যদাজ্ঞান নাই, কেবল আছে আত্মমিলনের রসাস্বাদন।

''আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে কাম নাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥''

অহংকারী আমিত্ববোধ ও গর্ব্ব নিজের শ্রেষ্ঠতরজ্ঞান জাগাইয়া দিয়া আত্মমিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই রাসলীলায় যেই গোপীদের মনে অহংভাব জাগলো যে, শ্রীকৃষ্ণকে আমরা রূপে রসে সম্ভোগে বশীভূত করিয়াছি, অমনি শ্রীকৃষ্ণ 'অন্তর্হিত বভূব' — শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। আর গোপীগণ বিরহব্যথায়, বিষাদব্যথায় নিমগ্ন হইয়া পাগলের ন্যায় বনে বনে তাঁর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তরু গুল্ম লতা বৃক্ষ শ্বাপদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তারা তাঁদের প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন কি না? অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া তাঁরা যখন নিজেদের সব অহংতা বর্জন করিয়া বিরহব্যথায় রোদন করিতে থাকিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ আবার বংশীরব করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় আসক্ত ছিলেন না।

''মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।''

যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে যুক্ত, আসক্ত ও ওতপ্রোত থাকিয়াও নির্লেপ, নিষ্কলঙ্ক, অব্যয়, অক্ষয় ও কূটস্থ, তাই লৌকিকদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ-রাধালীলার বিচার করিলে সবই যেন অসঙ্গত মনে হইবে। প্রত্যুত রসভক্তি-ভাবাপ্লুতচিত্তে সবই মনোহর ''মধুপতিপতেরখিলং মধুরং'' মনে হইবে।